নদীতমার রূপান্তর

প্রভাত কুমার চৌধুরী

সরস্বতী নামটি সুপরিচিত। মৃন্ময়ী মূর্তিতে যাতে আমরা বিদ্যার দেবী রূপে প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীতে পূজা করি, আবার অন্তঃসলিলা পূণ্যা নদী যাকে আমার কেবলই খুঁজে ফিরি। মূর্তি সরস্বতী আর নদী সরস্বতীর মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক কয়েক সহস্র বৎসরের সংস্কৃতিতে নিবন্ধ।

নদীরূপা সরস্বতী

পূজার্চনা করার সময় আচমন ও আসনশুদ্ধির পর এই মন্ত্রে জলশুদ্ধি করতে হয়—

গঙ্গে চ যুমনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে্স্মিন্ সন্নিধিং কুরা।।

গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী এই সাতটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে পবিত্র নদী। সংস্কার এরূপ যে স্মরণ করলেই এদের আবির্ভাব হয়। সরস্বতী ছাড়া বাকিরা দৃশ্যমান। কেবল সরস্বতী অদৃশ্য। কিছু পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি এজন্য এর অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে গত শতাব্দীর শেষ দুই শতকে যোধপুরের 'সরস্বতী গবেষণা কেন্দ্র' এবং ISRO ও GSI-এর বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন সরস্বতীর শুষ্ক নদীখাতের অস্তিত্ব[১]। আমরা সে পূরাতত্ত্ব আলোচনায় যাব না, ভারতীয় মননে নদীটি যেভাবে ধৃত আছে সে আলোচনাই করব।

সময়টা ৪০০০ থেকে ২৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দ। সেই ধূসর অতীতের আর্যরা ভারতেব উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে খরস্রোতা নদীটির উপর তীরের বাস করতেন তাকে তাঁরা বললেন সরস্বতী। 'সরস' শব্দ জলসূচক। সুজলা এবং সে কারণে সুফলা এই স্রোতস্বিনীকে তাঁদের খুবই ভালো লেগেছিল। আরো ছটি নদীর সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন— শুতুদিহ (শতদ্রু), পরুষ্ণী (ইরাবতী বা রাভী), বিতস্তা (ঝিলাম), আর্জীকীয়া (বিপাশা বা বেয়াসী), অসিক্নী (চিনার) ও সিন্ধু। কিন্তু সরস্বতীর স্বাস্থ্যকর সুখপ্রদ তীরভূমি তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। বৈদিক যুগের উষালগ্নে এখানেই আর্য ঋষিদের সাধনকেন্দ্রে গড়ে উঠেছিল। এখানেই তাঁর উপলব্ধি করেছিলেন বেদমন্ত্র। সরস্বতীর উদ্দেশে তাঁরা একটির পর একটি স্তব রচনা করে গেছেন।

খগ্বেদে ৪৫ বার সরস্বতীর স্তুতি করে মন্ত্র আছে।[২] এখানেই তাঁরা সরস্বতীকে সব নদীর উপরে স্থান দিয়ে আহ্বান করেছেন—

'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতি।'

(ঋগ্বেদ সংহিতা, সরস্বতী সূক্তম্, ২৭)[২]

নগাধিরাজ হিমালয়ের এক হিমবাহ (বন্দরপুঁছ) হতে উৎপত্তি হয়েছিল সরস্বতীর। আদিবদরী হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে অবতরণ। সমতলে অবতরণ স্থানটি প্লক্ষাবতরণ তীর্থ। কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মাবর্তকে মহিমান্বিত করে ক্রমশ পশ্চিমবাহিনী হয়ে খরস্রোতা নদীটি দ্বারকার কাছে সমুদ্রে সংগত হয়েছিল। এক ভংয়কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে (ভূমিকম্প) ফলে আনুমানিক ২৪৫০ খ্রি. পূর্বাব্দে সরস্বতীর জল যমুনা ও শতদ্রুতে চলে গেল। সরস্বতী শীর্ণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত রাজপুতানার মরুমধ্যে মুখ লুকাল। পুরাতত্ত্ববিদ্দের অনুমান ১৮০০ খ্রি. পূর্বাব্দে সরস্বতী সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়।[১] ঘগ্গর, হাকরা, নারার এই সব নদী রয়ে গেল তার দেহাবশেষরূপে। আর কচ্ছের রণরয়ে গেল নদীটির বিশাল মোহনার সাক্ষী হিসাবে। যে স্থানে সরস্বতী হারিয়ে গেল তার নাম হল 'বিনশন প্রদেশ'। সেই স্থানটি বর্তমানে রাজস্থানের ভটনোর মরুভূমি। মনুসংহিতা ও মহাভারতের বিনশন তীর্থে সরস্তী নদীর বিলুপ্তির কথা আছে।

মহাভারতে সরস্বতীর উল্লেখ বহুবার আছে। বনপর্বে (৮২ অধ্যায়) সরস্বতীর অন্তঃসলিলা হওয়ার বর্ণনা আছে। পাণ্ডবরা লোমশ ঋষির সঙ্গে সরস্বতীর তীরে তীর্থে যাচ্ছেন। কোথায় কোথায় সরস্বতী লুকিয়ে পড়ছে আবার কোথায় উঠে আসছে— তাও বলা হয়েছে। বিনশন তীর্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এইখানে অন্তর্হিত হয়ে সরস্বতী মেরুপৃষ্ঠে, চমসোদ্ভেদে, শিবোদ্ভেদে ও নাগোদ্বেদে (সবগুলিই তীর্থস্থান) উদ্গত হয়েছে।

ঋগ্বেদে যেখানে পঁয়তাল্লিশ বার সরস্বতীর স্তুতি আছে সেখানে গঙ্গার উল্লেখ মাত্র দুবার এবং যমুনার তিনবার। বোঝাই যাচ্ছে বৈদিক যুগে সরস্বতী ছিল প্রধান পুণ্যতোয়া নদী— নদীতমা। এই খরস্রোতা সরিদ্বরার অবলুপ্তি ভারতীয় মন মেনে নিতে পারেনি। অন্তঃসলিলা সরস্বতীকে গঙ্গা যমুনার সঙ্গে

মিলিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমের কল্পনা করে শান্তি পেয়েছে। অবশ্য একে কষ্টকল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিলুপ্তির সময় যেহেতু সরস্বতীর স্রোত যমুনাতে চলে যায় সেহেতু পুরাণের যুগে যখন গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সঙ্গমের কথা চিন্তা করা হল তখন যথার্থভাবেই ভাবা হল যমুনার জলে সরস্বতীর জলও মিশে আছে।

'ইড়া গঙ্গেতি বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা যমুনা নদী।
মধ্যে সরস্বতীং বিদ্যাৎ প্রয়াগাদি সমন্ততঃ।।
(হঠযোগপ্রদীপিকা, ২০।১)

নদীরূপা হতে জ্যোতিঃরূপা, দেবীরূপা

বৈদিক যুগেই নদীরূপা সরস্বতীর জ্যোতিঃরূপা উত্তরণ ঘটে। 'সরস' শব্দে জ্যোতিও বোঝায়। জাগতিক সম্পদদায়িনী নদী বিমূর্ত হয়ে ধ্যানলব্ধ চিন্ময়ী রূপ পেলেন। ঋগ্‌ভাষ্যে সায়নাচার্য বলেছেন— 'দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহদ্দেবতা নদীরূপা চ'

স্থূলরূপে জীবনদায়ী নদীর সূক্ষ্ম দিব্যরূপ দর্শন বৈদিক ঋষিদের আশ্চর্য উপলব্ধি।

পুণ্যতোয়া, নদ্যশ্চ দ্বিরূপং চ স্বভাবতঃ।
তয়োরূপা একস্তু দিব্যরূপা তথা পরে।।

তাঁরা পরবর্তী কালে একইভাবে গঙ্গা, যমুনা ও নর্মদার দিব্যরূপ মনশ্চক্ষে দর্শন করেছিলেন। দ্রুতগামী অশ্বের মতো সরস্বতীর স্রোতবেগ বৈদিক ঋষির ভাবনায় চেতনার বেগে রূপান্তরিত হয়েছিল। মানবের চেতনাকে তিনি অশ্বের গতি দেন। আপন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন মানবমনকে।

'পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।' (সরস্বতীসূক্তম্ ৩০)

যে চেতনা মানব মস্তিষ্কে জ্যোতির্ময়ী প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, ঋগ্বেদে সেই বিশুদ্ধ চেতনার প্রেরয়িত্রীরূপে সরস্বতীকে উপাসনা করা হয়েছে।

'চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুনতীনাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী। (সরস্বতীসূক্তম্ ৩১)

তীরবর্তী আশ্রমবাসী বৈদিক ঋষিরা সরস্বতীকে কেবল নদীতমাই বলেননি দেবীতমা বলেও উপলব্ধি করেছেন প্রথম থেকেই। এই দেবীর কাছে তাঁরা প্রার্থনা করেছেন অন্ন, ধন, সুরক্ষা, পুত্র এবং প্রজ্ঞা।

অর্থববেদ ও রামায়ণে সরস্বতী হলেন বাগ্দেবী। শ্বেত হংস তাঁর বাহন। যদিও ময়ূর সিংহ প্রভৃতি অন্যান্য পশুও মাঝে মাঝে সে মর্যাদা পেয়েছে। তখন দেবী আরাধনার একমাত্র অর্ঘ্য ছিল বাক্য।

মহাভারতে (বনপর্ব ১৩২ অধ্যায়) উদ্দালকতনয় শ্বেতকেতু মানুষরূপধারিণী সরস্বতীকে সন্দর্শন করে বলেছিলেন, 'আমি বাণীকে জানিবার নিমিত্ত তপস্যা করছি।' নদীটি দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেও দেবীরূপটি প্রকটতর হতে লাগল। ক্রমে মানুষের শ্রেষ্ঠ কলা সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে সরস্বতীর হাতে উঠল বীণা— হলেন বীণাপাণি।

বহু পরে জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে প্রগাঢ় সরস্বতী ভক্তি দেখা যায়। জৈন সরস্বতী হচ্ছেন তীর্থশঙ্কর ও কেবলীদের জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাহন হংস বা ময়ূর। মহাযানী বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে জাঙ্গুলীতারা, সিততারা, ত্রিমুখী 'মহাসরস্বতী' প্রকৃতপক্ষে দেবী সরস্বতীই। বৌদ্ধধর্মে মঞ্জুশ্রী বিদ্যার অধিষ্ঠাতা বাগীশ্বরের অন্তর্নিহিত শক্তি বাগীশ্বরীও মূল দেবী সরস্বতী।[২]

জ্যোর্তিময়ী হয়ে মৃন্ময়ী

শুঙ্গযুগে নির্মিত ভারহূত স্তূপে (খ্রি. পূ. ১ম বা ২য় শতাব্দী) স্তম্ভে বীণাবাদনরতা সরস্বতী মূর্তি আছে। এটিই দেবীর প্রাচীনতম মূর্তি।[৩] আমরা যে দেবীমূর্তি দেখতে অভ্যস্ত তার বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন ধ্যানমন্ত্র হতে আহৃত। দেবী (১) শুভ্রবর্ণা, (২) চতুর্ভুজা (৩) হাতে পর্যায়ক্রমে পদ্ম, বীণা, পুঁথি, অক্ষমালা, সুধাকলস ও ব্যাখ্যান মুদ্রা (৪) ত্রিনয়ণা (৫) শশিকলা ললাটিকা (৬) শ্বেতপদ্মাসীনা এবং (৭) শ্বেতহংসারূঢ়া। অক্ষমালা জ্ঞানান্বেষণের জন্য ধ্যানের এবং সুধাকলস জীবনদায়ী বারিধারা প্রতীক। বীণা শ্রেষ্ঠকলা সংগীতের অনুষঙ্গ। শ্বেতপদ্ম ও শ্বেতহংস নদী হতে উদ্ভবের ইঙ্গিত। বর্তমানে দেবীর বহুল প্রচারিত নাম 'ভারতী'-র উৎপত্তি কিন্তু বৈদিক যুগেই। তৎকালে 'ভরত' নামে যজ্ঞপরায়ণ জাতি সরস্বতীর তীরে যজ্ঞ করতেন। 'ভরত'ই হচ্ছে তৎকালে নদীটির এবং বর্তমানে দেবীমূর্তির ভারতী নামের উৎস।[৪]

পুরাকালে যজ্ঞানুষ্ঠানের সুপ্রশস্ত স্থান ছিল সরস্বতীর তীর। এমনকী স্বয়ং ব্রহ্মা যখন পুষ্করে মহাযজ্ঞ

করেছিলেন তখন সেখানে সরস্বতীকে আহ্বান করে আনতে হয়েছিল। সেখানে সরস্বতীর নাম হয়েছিল সুপ্রভা। এভাবে সাতটি স্থানে সরস্বতীর সাতটি নাম হয়।

সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা।
সরস্বতী চোঘবতী সুরেণুবিমলোদকা।।

মহাভারতে (শল্য পর্ব, ৩৯ অধ্যায়) এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আছে। ৪৪তম অধ্যায়ে অরুণা বলে আরেকটি নাম আছে। এগুলির কোনোটিই কিন্তু দেবী সরস্বতীর সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

বর্তমান কালে আরেকবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন সরস্বতী। এবারের বিপর্যয় সাংস্কৃতিক। সংস্কৃতিক তথাকথিত পীঠস্থান কলকাতাতে বাগ্দেবীর আরাধনা হতে ধ্যানগম্ভীর ভাবটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। প্রয়োগবিদ্যার উন্নতির ফলে দেবীপূজা একটি আর্ট ফর্ম-এ পর্যবসিত হয়েছে। প্রতিমা মণ্ডপসজ্জা এবং আলোর বাহারই প্রধান। দেবীকে প্রতিযোগিতার আসরে নামতে হচ্ছে—নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করেছে— পূজার্থী (?) উদ্যোক্তাদের। প্রতিমার গঠনে অশাস্ত্রীয় চিন্তাধারার আধিক্য। দেশলাইয়ের প্রতিমা, ভাঁড়ের প্রতিমা ইত্যাদি হচ্ছে। হয়তো বিড়ির প্রতিমাও হবে ভবিষ্যতে। বিখ্যাত এক চিত্রকর দেবীর নগ্নিকা ছবি এঁকেছেন আর্ট-এর দোহাই দিয়ে। কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কী বিড়ম্বনা! কুরুচির মরু মাঝে আরেকবার অন্তঃসলিলা হবার সময় এল বুঝি তাঁর। আমরা এই অন্ধকার হতে মুক্তির জন্য দেবীর আহ্বান করি যেভাবে ঋগ্বেদের ঋষি করেছিলেন। ঘোররূপা দেবী সরস্বতীই হিরন্ময় রথে আরোহণ করে শত্রু নিধন করবেন—

উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনি।
বৃত্রঘ্নী বষ্ঠি সুষ্টুতিম্।।

সরস্বতীসূক্তম্ ৭

তথ্যসূত্র

১। মণিরত্ন মুখোপাধ্যায় —'উদ্বোধন', ডিসেম্বর, ২০০৪

২। ড. দেবব্রত দাস— সাপ্তাহিক বর্তমান, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

৩। History and Culture of India People, Vol 4, p 314, Bharatiya Vidya Bhawan, 1955

৪। কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় — 'উদ্বোধন', ফেব্রুয়ারি ২০০৬
ঋগ্দেবের উদ্ধৃতিগুলি রামকৃষ্ণ মঠ, মুম্বাই কর্তৃক প্রকাশিত 'মন্ত্রপুষ্পম্' ২০০৪ গ্রন্থে সংকলিত সরস্বতীসূক্তম, হতে এবং মহাভারতের কাহিনিগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ হতে গৃহীত।